Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 6, ISSUE 5 SEP-OCT, 2012

সংসার সুখের হয় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গুণে

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে" – এটা একটি অতি-প্রাচীন বাংলা প্রবাদ। এ প্রবাদ-এর আক্ষরিক অর্থে সংসারে পুরুষের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ নারীর ভুমিকা মুখ্য অর্থাৎ সব দায়দায়িত্ব নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা মোটেও ঠিক নয়। আসলে সংসারে সুখ আনার জন্য শুধু রমনী নয় শুধু পুরুষ নয় তাদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনেরই ভূমিকা রয়েছে। এখানে কারো চেয়ে কারো ভূমিকা কম নয়। তবে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হবে যে মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ দু'টি আপেক্ষিক এবং দৃষ্টিভংগিজনিত ব্যাপার। তাই একজন যাতে সুখী অন্যজন তাতে সুখী না-ও হতে পারে। অন্যদিকে একজন যেটাকে দুঃখজনক বলে মন খারাপ করে বসে থাকে অন্যজন সেটাকে কিছুই মনে করেন না। বিষয়টার একটা তৃতীয় দিকও রয়েছে, আর সেটা হলো নারী ও পুরুষের মানসিক গঠন – কেউ স্বভাবতঃই আশাবাদী (optimistic), আবার কেউ স্বভাবতঃই নিরাশাবাদী (pessimistic)। বিবাহিত জীবনে সুখ অথবা দুঃখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে উপরোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

----বাকি অংশ ২য় পাতায়

আমি কি আমার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত?

- আমি কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?
- আমি কি চাই আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলো বেশী করে ঢুকুক?
- আমি কি চাই আমার সন্তানের দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেরই সফলতা?
- আমরা কি জানি ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা?
- আমার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো?
- কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো?
- আমরা কি সচেতন? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে নিজ সন্তানদের বুঝ দিতে পারবো না?
- আমরা কি জানি তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়?
- আমি কি জানি ১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর সলাত ফরয? এবং আমার মেয়ের উপর ১৩ বছর (সাবালিকা) বয়স থেকেই পর্দা বা হিজাব ফরয?
- আমরা কি জানি তাদের মনে নানারকম কালচার এবং কুসংস্কার বিশ্বাস স্কুল বয়স থেকেই ঢুকছে?

From the Qur'an:

📖 হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।
(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

From the Hadith:

📖 দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি নরনারীর জন্য ফরয।
(ইবনে মাযাহ ও বাইহাকী)

ভেতরের পাতায়

ফেইসবুক, খ্রীষ্টমাসের গূঢ় রহস্য, রহস্যপূর্ণ হেলোইন	3	*ভুল করে ভুল স্বীকার করা .....*	6
স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের নিকট আকর্ষণীয় করে রাখা	4	*ঘরের কথা বাইরে না বলাই উত্তম .....*	6
রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ	4	*একজন নন-মুসলিমের মুসলিম হওয়ার ঘটনা .....*	7
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা	5	*Useful Tips for Teenage Parenting*	8

---- *১ম পাতার পর (সংসার)*

আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীতে ভালোবাসার চাষ করা, একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিযোগিতা নয়। মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে সংসার জীবনে শুরু থেকেই ইসলামি শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে দু'জনকেই। কুরআন, হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী পাঠ করলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার উপযোগী সব উপকরণই হাতের কাছে পাওয়া যাবে, অপেক্ষা শুধু যথাসময়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার। স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে পরিবারের কর্তা হিসেবে স্ত্রীর উপর তার অধিক মর্যাদা যেমন আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, পাশাপাশি তেমনি ভারী দায়িত্বও দিয়েছেন যা অবহেলা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, সংসারেও অশান্তি দেখা দেবে যার ফলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত ইসলামি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অন্য যে কোন model-ই কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ সেসব model-এ ইসলামি ঈমান ও আকীদা, পবিত্রতা ও ভারসাম্যের অভাব। মুসলিম স্বামী-স্ত্রীকে সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুনিয়াদারী দ্বীনদারীরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই বিবাহিত জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইবাদতের আওতায় পড়ে এবং ইবাদত তো আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার-ই জন্যে যাতে আখিরাতে পুরষ্কার লাভ করা যায়।

এবার মানবিক ও মানসিক দিকগুলো পর্যালোচনা করা যাক। স্বামী ও স্ত্রী দু'জন মানুষ, তাদের মানবিক চাহিদা আছে এবং সেটা নিয়মিত মিটাতে হবে। একে অন্যকে অকপট ভালোবাসা দিতে হবে, মনোরঞ্জণকারী কথায়, কাজে ও ব্যবহারে, উপহার দেয়া-নেয়ার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। উপহার দেয়া শুধু জন্মদিন আর বিবাহ বার্ষিকী অথবা দুই ঈদেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; আকস্মিকভাবে, বিনা উপলক্ষে অসময়ে উপহার দিয়েও চমক সৃষ্টি করা যায়। Giftl-টা সব সময়েই দামী হতে হবে এমনটা প্রত্যাশা করা ভুল।

সংসারের জন্যে উপার্জন প্রধানত স্বামীর দায়িত্ব কিন্তু সংসার চালানোর দায়িত্বটা প্রধানত স্ত্রীর উপর বর্তায়, তবে সেটা হবে দু'জনে পরামর্শ করে। রান্না ঘর, ঘরবাড়ি গোছানো, অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বটা স্ত্রী নেবেন, কিন্তু স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা স্ত্রী প্রত্যাশা করবেন। সন্তান পালনের দায়িত্বটা মা হিসেবে স্ত্রী অবশ্যই নেবেন, কিন্তু আনুসংগিক সাহায্য-সহযোগিতা স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্ত্রীকে দেবেন।

স্ত্রীর মেজাজ-মরজিটা, সময় বিশেষের প্রয়োজনটা যেমন monthly menstrual cycle, childbirth জনিত সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা ও moodswing ইত্যাদির গুরুত্ব স্বামীকে সহৃদয়তার সংগে বুঝতে হবে এবং স্ত্রীর সংগে cooperate করতে হবে। অবিবেচক হলে চলবে না, তখন স্ত্রীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হারাতে হবে। স্ত্রীর সাময়িক অপারগতায় সন্তানদের দেখাশোনার ভার স্বামীকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। এতে বাবার সংগে সন্তানদের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ়তর হবে, স্ত্রী-ও আনন্দিত হবেন।

যৌথ পরিবারে নূতন পরিবেশে স্ত্রীকে খাপ খাইয়ে নিতে স্বামীর সহযোগিতা অতি প্রয়োজন। পারিবারিক কোন্দল থেকেও স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলেই স্ত্রীকে দায়ী না ভেবে প্রকৃত বিষয়টা অনুসন্ধান করে তবে যথাযথ action নিতে হবে। লোকসমক্ষে স্ত্রীকে কিছুতেই চেঁচামেটি করে অপদস্ত-অপমানিত করা চলবে না। পরিবারে বহুক্ষেত্রেই কানকথা বলে জটিলতার সৃষ্টি করে, স্ত্রীকে সেই ধরণের যন্ত্রণা ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে যেখানে অন্য পরিবেশ, সেখানে অন্য নারীরাও কাজ করে, হয়ত সেখানে পার্টিতে ড্রিংকস সার্ভ করা হয়, নারীপুরুষের মিলিত নাচগান হয়। সেই পরিবেশের খবর পেলেই স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করে তাকে প্রশ্নজর্জরিত করা স্ত্রীর পক্ষে খুবই একটা অনুচিৎ ব্যবহার হবে। তবে যদি সত্যি কোন involvement এর খবর বিশ্বস্তসূত্রে স্ত্রীর কানে এসে পৌছে তখন অবশ্যই সরাসরি প্রশ্ন করে সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করাটা অন্যায় হবে না। বাইরের লোকের কাছে বলে চোখের পানি ফেলাতে কোন লাভ হবে না। ঠিক তেমনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু শুনলেই রেগে আগুন হওয়া, তার সংগে দুর্ব্যবহার করাটাও একটা মারাত্মক ভুল। একে অন্যের বিরুদ্ধে অহেতুক সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই ঠান্ডা মাথায়, সবদিক বিচার-বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রীকে এগুতে হবে। মনে রাখতে হবে এজগতে কিছু দুষ্ট লোকের কাজই হচ্ছে মিথ্যা রটনার সৃষ্টি করে মানুষের ঘর ভাংগানো। Never wash your dirty linen in public. ঘরের গোপন কথা বাইরের লোককে জানার সুযোগই দেবেন না।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভাংগন সৃষ্টির বড় একটি কারণ হচ্ছে breakdown in communication অর্থাৎ সামান্য কথা কাটাকাটি হলেই, অথবা একে অন্যের বিরুদ্ধে আপত্তিকর একটা কিছু শুনলেই যাচাই না করেই অপর পক্ষকে সরাসরি প্রশ্ন না করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়া। মনে রাখতে হবে এতে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকে, যা এক পর্যায়ে এসে জমাটবদ্ধ হয়ে point of no return-এ পৌছে দেয়। ফিরে তাকাবার মনোবৃত্তি তখন একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। আর তৃতীয় পক্ষের উস্কানি পেলে তো আর কথাই নেই। তখন তালাক পর্যন্ত পৌছতে আর দেরী হয় না। দুই পক্ষকেই তাই line of communication-টা open রাখার চেষ্টা করতে হবে। এক পক্ষকে একটু নতি স্বীকার করে হলেও, কারণ বিচ্ছেদে নয় মিলনেই সুখ। একে অন্যকে বিশ্বাসের মাঝেই সুখশান্তি নিহিত, অবিশ্বাসে বা সন্দেহের মাঝে নয়। মামলা-মোকদ্দমা করে lawyer-কে মোটা ফী দিয়ে নিজেরা ফতুর হওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

একে অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে, উদারতা দেখাতে হবে এবং কৃপনতা ত্যাগ করতে হবে। কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখতে হবে, রাগে/মেজাজে লাগাম পড়াতে হবে ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কৃপণতা ত্যাগ করতে জানতে হবে। একে অন্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। স্ত্রী একজন নারী বলে তাকে কিছুতেই হেয় বা নীচ নজরে দেখা উচিৎ নয়। এটা অমানবিক ব্যবহার।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর একে অন্যের রূপের ও গুণের ত্রুটি অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে বিষয় বা প্রসংগ অন্যজনকে বিরক্ত করে বা কষ্ট দেয়, সেই প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা বর্জন করতে হবে। সদাসর্বদা স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা সংসারে অশান্তি ও ভাংগনের সৃষ্টি করে। একথাটা মনে রাখতে হবে।

---- *বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পাতায়*

পিতামাতাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন

১. সন্তানের বন্ধুদের যেন বাসায় আসতে দেই এবং আমিও তাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করি।
২. সন্তানের পারসোনাল রুমে টিভি বা কম্পিউটার না দিয়ে common জায়গায় রাখার চেষ্টা করি। (হতে পারে লিভিং রুমে বা ড্রইং রুমে)
৩. মাঝে মাঝে স্কুল এবং কলেজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারি এবং টিচারদের সাথে কথা বলতে পারি।
৪. টিভিতে আজেবাজে হিন্দি মুভি এবং সিরিয়াল দেখা বাদ দেই এবং শয়তানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি।
৫. কখনো অন্য কোন পরিবারের সাথে প্রতিযোগিতায় না যাই।
৬. পিতামাতারা ইসলামিক মাইন্ডেড লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব করি।
৭. বাড়িতে নিয়মিত কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও সলাত আদায় করার পরিবেশ তৈরী করি।
৮. সন্তানদেরকে কখনো মিথ্যা আস্বাস না দেই। যেমন ঃ এই কাজটা করলে ঐ জিনিসটা দিব কিন্তু দেখা গেল যে সে কাজটি করল কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখলাম না। এই ধরণের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে।

সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা

একটি ক্ষতিকর স্বভাব হলো সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা ও তা নিয়ে আলোচনা করা। এতে কচি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। ফলে তারা এ ধরনের মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়। পরবর্তীতে পিতামাতারা অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে তাদের সন্তানরা অন্যায় কাজ করছে। প্রকৃত কথা হলো সন্তানগণ শুরুতে এ অন্যায়গুলি শিখেছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে। যেমনঃ পিতা-মাতা অবৈধ ইনকাম করে থাকেন, সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে থাকেন, মিথ্যা কথা বলে থাকেন, সবসময় অন্যের সমালোচনা বা গীবত করে থাকেন, গালা-গালি করে থাকেন, স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি করে থাকেন, টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখে থাকেন ইত্যাদি। তার মানে এই নয় যে এই কাজগুলো সন্ত ানদের সামনে নয় পিছনে করা যাবে! অন্যায় সবসময়ই অন্যায় তা পিছনে বা সামনে কখনোই করা যাবে না।

বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে

- আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করি?
- আমরা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করি বা জিনিসপত্র ভাঙ্গি?
- আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলি?
- আমরা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তানদের নিকট বা অন্যের নিকট করি?
- আমরা কি প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গীবত করি?
- আমরা কি অন্যের হক নষ্ট করি?
- আমরা সন্তানদের দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলাই?
- আমরা কি অবৈধ ইনকাম এর সাথে জড়িত?
- আমরা কি টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখি?
- আমরা কি সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করি বা গায়ে হাত তুলি?

এ যুগের ছেলেমেয়েদের ধারণা

১. এখনকার ছেলেমেয়েরা বাবা-মার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সিদ্ধান্তকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
২. এখন তারা ইন্টারনেটকেই সকল রিক্রিয়েশনের আধার মনে করে।
৩. বলিউড-হলিউডকে সকল বিনোদনের হেডকোয়ার্টারস মনে করে।
৪. টিভি চ্যানেলগুলোকে একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস মনে করে।
৫. আমেরিকান আইডল আর ইন্ডিয়ান আইডলকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান মনে করে।
৬. ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান মনে করে।
৭. তারা ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ এবং মডেল হওয়াকে খুব গর্বের কাজ মনে করে।
৮. তারা ইসলামকে টেররিজম ভাবে, এবং ইসলাম পালন করাকে ব্যাকডেইটেড বা অপশনাল বলে মনে করে।
৯. তারা ব্যন্ড মিউজিক এবং হ্যাভিমেটাল মিউজিককে ইবাদত মনে করে।
১০. তারা বিভিন্ন স্টারকে ফলো করে এবং তাদেরকে গুরু মনে করে।
১১. তারা উল্টা-পাল্টা কাজ কারবারকে আধুনিকতা মনে করে।
১২. তারা শবে কদর-এর রাত্রির চাইতেও 31st December night-কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
১৩. তারা Happy New Year পহেলা বৈশাখ এবং Valentines Day পালন করা জরুরী মনে করে।

--- আমির জামান

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের নিকট আকর্ষনীয় করে রাখা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাই তার স্ত্রীকে প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, সে (স্ত্রী) বাসায় সবসময় কাজের বুয়ার মতো কাপড়-চোপড় পরে থাকেন আর বাইরে কোথাও বের হওয়ার সময় ভাল ভাল ড্রেস পরে বের হন। আসলে এটা বেশীরভাগ পরিবারেরই একটা কমন দৃশ্য। অনেক মহিলারাই বাসায় স্বামীর সামনে সাজগোজ করেন না কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় সেজেগুজে বের হন! বিষয়টা অপ্রিয় সত্য হলেও গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। মহিলা সাহাবীদের (রা.) জীবনী পড়লে দেখা যায় যে, তাদের স্বামীরা যখন ঘরে আসতেন তখন তারা স্বামীর সামনে সেজেগুজে যেতেন, নিজকে আকর্ষণীয় করে স্বামীর নিকট উপস্থাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ, এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) এবং তাঁদের স্ত্রীগণ হচ্ছেন আমাদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। একইভাবে স্বামীদেরও তার স্ত্রীর নিকট নিজকে আকর্ষণীয় করে রাখা উচিৎ। যেমন বাসায় স্ত্রীর সামনে ময়লা, পুরনো বা ছেড়া কাপড়-চোপড় পরে থাকাটা ঠিক নয়। মহিলাদের যেমন পরপুরুষের নিকট পর্দা করা ফরয তেমনি পুরুষদেরও পরনারীর নিকট পর্দা করা ফরয। তবে পুরুষদের পর্দার নিয়ম মহিলাদের থেকে কিছুটা আলাদা।

তাকওয়ার একটি উদাহরণ

উমর রাদিআল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে তিনি দেশের জনগণের খোঁজখবর নেয়ার জন্য রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারায় টহল দিতেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের পর টহল দিচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, একটি ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় কারো ব্যক্তিগত কথা আড়ি পেতে শোনা জায়েয নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে। তো কথাবার্তার ধরণ শুনে তাঁর কৌতুহল হল। তিনি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন এবং শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, 'বেটি! আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এত অল্প দুধ বিক্রি করে দিন চালানো কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই দুধের সাথে একটু পানি মিশিয়ে দাও। বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে ভাল লাভ হবে'

মেয়ে উত্তরে বলল, 'মা! আমীরুল মু'মিনীন তো দুধের সাথে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন।' বৃদ্ধা বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন কি আমাদেরকে দেখছেন? তিনি হয়তো এখন নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি নিশ্চিন্তে পানি মেশাতে পার।'

এবার মেয়ে বলল, 'মা, আমীরুল মু'মিনীন এখানে নেই এবং তার কোন লোকও নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তো আছেন! তিনি তো আমাদের দেখছেন! তাঁর কাছে আমরা কী জবাব দেব?'

উমর রাদিআল্লাহু আনহু দেয়ালের ওপাশ থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। এতটুকু শুনেই তিনি চলে এলেন এবং পরদিন লোক পাঠিয়ে সে ঘরের খোঁজখবর নিলেন। তারপর বৃদ্ধার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, 'আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই।'

তো মানুষের অন্তরে সারাক্ষণ এই ধ্যান-ধারণা জাগরুক থাকা যে, 'মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন' - এর নামই তাকওয়া।

এভাবে তাকওয়ার বদৌলতে মেয়েটি আমীরুল মু'মিনীনের পুত্রবধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। এই বরকতময় ঘরের তৃতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.), যাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদা বলা হয় আবার দ্বিতীয় উমরও বলা হয়। যিনি ঈমাম হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ইসলামকে অরাজকতার হাত হতে পুনরুদ্ধার করেন।

রূপ-সৌন্দর্য নারীর মহামূল্যবান সম্পদ

আমাদের কাছে যখন কোন দামী সম্পদ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি থাকে তা আমরা লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখি, লকারে রাখি বা ব্যাংকে রাখি যাতে কেউ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে না পারে। এই সম্পদ দেখে কারো লোভও হতে পারে, হিংসাও জাগতে পারে। ঠিক তেমনি নারীর মহামূল্যবান রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তাকে আমানত স্বরূপ। এই রূপ আল্লাহ তায়ালা চাইলে যেকোন সময় আবার ফেরত নিয়েও নিতে পারেন। তাই মহান আল্লাহর দেয়া এই রূপ-সম্পদ নারীর উচিত পরপুরুষ থেকে লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আড়াল করে রাখা, আর এতেই রয়েছে তার প্রকৃত কল্যাণ। এতে সে দুই দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে – এক, আল্লাহর হুকুম পালন করছে আর অন্যদিকে তার মহামূল্যবান সম্পদ পরপুরুষের কু-দৃষ্টি হতে রক্ষা পাচ্ছে। আসলে নারীর রূপ-সৌন্দর্য্য শুধু তার স্বামীর জন্য। এই রূপ অন্য কাউকে প্রদর্শন করলে অকল্যাণ ছাড়া জীবনে কোন প্রকার কল্যাণ নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- জাহান্নামবাসী দু' ধরণের লোক, যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টাকারিণী, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার সুগন্ধি পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিম)

---- *আবু জারা*

আমি কি চাইনা আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক?

শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের মন এক চলমান মেশিন। এ মেশিন সর্বদা সচেতন ও অবচেতনমনে ইনপুট গ্রহণ করছে। সে ইনপুট প্রসেস হয়ে আউটপুট বেরোয় মানুষের কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। ফলে কেউ হয় দানশীল, কেউ উদ্ধত, কেউ হয় আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা আবার কেউ হয় বিপথগামী। আমার শিশু কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্য নূতন কায়দা রপ্ত করছে। এটা ভাবা যাবে না যে আমি যদি কিছু না শেখাই তাহলে কোথা হতে সে শিখবে? আসলে এই ধারণা ভুল, আশেপাশের পরিবেশ, টিভি, রেডিও, আমার আচরণ, আমার স্ত্রীর আচরণ সবকিছু হতে প্রতিনিয়ত সে ইনপুট সংগ্রহ করছে।

সুতরাং আমি কি সতর্ক হবো না? আমি কি চাই না শিশুর মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ইনপুট হয়ে ঢুকুক? আমি কি চাই না আমার শিশু একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আমি কি চাই না সে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বীনের উপর অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে অমুসলিমদের হিদায়াতের নূর দেখাক?

আসুন চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করি। হলিউড বা এর অন্ধ অনুসারী অন্য টিভি চ্যানেলগুলি প্রতিনিয়ত মুভি আর বিচিত্র অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। বলিউডের প্রভাব এখন প্রযুক্তির আশীর্বাদে সর্বত্রই দৃঢ়ভাবে প্রসারিত। আমি এবং আমার সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছি। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। আসুন এবার চিন্তা করি এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আমি নিজে ও আমার শিশু কী ইনপুট নিচ্ছি?

হলিউড সংস্কৃতি আজ এমন এক টর্ণেডোর নাম যা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে লজ্জা শরমের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ফেলতে চায়। এক আমেরিকান আইডলই দুনিয়া কাঁপানোর জন্য যথেষ্ট। আমি এবং আমার পরিবারকে এগুলি হতে বিরত রাখার দায়িত্ব আমার নিজের। এটি আমার একান্ত বুঝ ও বিশ্বাসের গভীরতার উপর নির্ভর করে। তবে সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের পাশাপাশি যদি কিছু ভাইটামিন ও প্রোটিনযুক্ত খাবার সরবরাহ না করা হয় তাহলে এ সন্তানটি যে কি হবে তা ভবিষ্যতে টের পাওয়া যাবে যখন আমার বয়স যখন ৫০/৬০ এর কোঠায় গিয়ে পৌছবে। তখন চিন্তা করে কোন কুলকিনারা করা যাবে না। কারণ আমার শিশু তখন বড় হয়ে যুবক হয়ে গেছে। তার নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তার নতুন বিশ্বাস (ঈমান) ও মূল্যবোধের দাওয়াতী কাজের প্রথম টার্গেট হবো আমি নিজে ও আমার স্বামী/স্ত্রী। এযুগের পিতামাতারা সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে এর জন্যে একদিন চরম মাশুল দিতে হবে।

তাই আসুন শিশুদের উপযোগী ইসলামি বই, ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করি। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করি। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকি। এসব ইসলামি শিক্ষামুলক বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

বাবা-মায়ের জন্য কিছু টিপ্স

- বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে।
- পারিবারিক লাইব্রেরী বা নিজ ঘরে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।
- সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা।
- পরিবারের সাথে সময় কাটানো।
- সন্তানদের উত্তম ব্যবহার ও ইসলামিক আদব শিক্ষা দান করা।
- সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা।
- ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস তৈরী করা।
- রাসূল (সা.)-এর চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা।
- সকল প্রকার অন্যায়কে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা, যে এটা অন্যায়।
- সন্তানদের ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখানো।
- ছোট-বড় সবার মধ্যে সালামের প্রচলন করা।
- দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান।
- কুরআন অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়া।
- সন্তানদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দেয়া ।
- সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দৃষ্টি রাখা।
- ধূমপানের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা।
- ইসলামিক টিভি চ্যানেল ছাড়া অন্য কোন টিভি চ্যানেল না দেখা।
- সন্তানদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা।
- সন্তানদের নিয়ে আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপের ইসলামিক স্কলারদের ভিডিও উপভোগ করা।
- মাতাপিতার ইন্তিকালের পর করণীয় হিসেবে সঠিক শিক্ষাদান।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ (ফিৎনা)। (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৫)
- নিজের পরিবার-পরিজনকে সলাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩২)
- 'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।' (সূরা বাকারা ২ ঃ ১৯৫)
- তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-
- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

ভুল করলে ভুল স্বীকার করে নেয়া

ভুল করলে ভুল স্বীকার না করাটা দ্বিতীয় ভুল। সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি। ভুল করে বসা এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু দ্বিতীয়বার করা বোকামী। যদি ভুল করেই ফেলি, তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব ও লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই। ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের মোকাবিলা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঃ

১. দ্রুত ভুল স্বীকার করে নেয়া।
২. ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা।
৩. ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।
৪. ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা।
৫. নিজের ভুলের জন্য অন্য কাউকে দোষ না দেয়া।
৬. ভুলকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য কোন অজুহাত তৈরী না করা।
৭. ভুলকে সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করা।
৮. ভুল করে অযথা তর্ক না করা।

ঘরের কথা বাইরে না বলাই উত্তম

আমরা অনেক সময় নিজের ঘরের কথা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যার কথা অন্যের কাছে অতি সহজেই বলে ফেলি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এতে মূল সমস্যার সমাধানের চেয়ে পরিবারের ক্ষতি-ই বেশী হয়েছে। আর এই ভুলটা সাধারণত আমরা স্ত্রীরাই বেশী করে থাকি। আসলে পারিবারিক সমস্যার সমাধান একান্তই নিজেদের এবং এই সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদীসের আলোকে নিজেদেরই করা উচিত। বাইরের লোক খুব কম ক্ষেত্রেই পারিবারিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তার চেয়ে বেশী পারেন দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়াতে। এতে পরিবারের ক্ষতি ছাড়া ভাল কিছু হয় না। তবে পরিস্থিতি যদি দিন দিন খুবই খারাপের দিকে যেতে থাকে তাহলে এদিক সেদিক না বলে বেড়িয়ে কোন ভাল ইসলামিক স্কলার বা উপযুক্ত ইসলামিক ফ্যামিলি কাউন্সেলরের সাথে পরামর্শ করা উচিত। সবসময় মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান তিনিই দিয়ে রেখেছেন, প্রয়োজন শুধু উদ্যোগ নিয়ে সেই সমাধানটা খুঁজে বের করা।

--- উম্মে জারা

--- ২য় পাতার পর (সংসার)

সংসার জীবনটা একটা বোঝা, বেশ monotonous (একঘেয়ে)। এর বাইরে মাঝেমাঝে যাওয়া দরকার fresh air-এর জন্যে, একে অন্যকে একান্তভাবে পাশে পাওয়ার জন্যে, দু'জনে মিলে একান্তে কিছু fun activities-এর মাধ্যমে দু'জনের মাঝে ভালোবাসাটাকে renew করার জন্যে। স্বামীকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।

অপর যে বিষয়টি গুরুত্ব রাখে সেটা হলো শান্তির জন্যে স্বার্থত্যাগ (sacrifice) করা শিখতে হবে। ঘরের বাইরে গেলে ফোন করে স্ত্রীর সংগে যোগাযোগ বজায় রাখাটা খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে স্ত্রী ফোন করলে বিরক্ত না হয়ে তার প্রয়োজনের কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তার প্রয়োজনটা মিটানো দু'জনের মাঝে সুসম্পর্কটা বজায় রাখতে খুবই সহায়ক। প্রয়োজন না থাকলে স্ত্রী এবং সন্তানদের ঘরে রেখে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাইরে বন্ধুদের সংগে আড্ডা দেয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা দায়িত্ব এড়ানোর লক্ষণ। সংসারের কাজ স্ত্রীর সংগে share করাটা অতি জরুরী। Sharing করলে সব কাজ অতি সহজে সমাধা হয়, কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। স্ত্রীর legitimate চাহিদা অবশ্যই সময়মত পূরণ করতে হবে। অন্যদিকে স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে স্ত্রীকে অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে যাতে স্বামীর মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হতে না পারে যে স্ত্রী তাকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করছেন। স্বামী যেমন স্ত্রীর বিশ্বাসের ও নির্ভরশীলতার commitment চান স্ত্রীও তদ্রূপ স্বামী তার প্রতি committed and sincere সেই আশ্বাস পেতে চান, প্রমাণও পেতে চান। মনে রাখবেন, স্বামী ও স্ত্রীকে হতে হবে একে অন্যের বেস্টফ্রেন্ড যেখানে মিথ্যার বা ছলনার ছায়া মাত্রও থাকবে না।

স্বামীর যদি কোন অপচয়মূলক স্বভাব থেকে থাকে, যেমন সিগারেট খাওয়া, জুয়া খেলা, লটো খেলা, মদ খাওয়া, ক্লাবে যাওয়া ইত্যাদি সেগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এতে সংসারে সচ্ছলতা বাড়বে, অশান্তি দূর হবে, স্ত্রী খুশী হবেন, সন্তানেরা তাদের বাবাকে একজন উত্তম মানুষ পেয়ে তারই আদর্শে গড়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা মিলে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটাও সংসার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সহায়ক। সন্তানদের লেখাপড়া কি হচ্ছে সেই বিষয়েও বাবাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে, সব ভার মায়ের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। সন্তানদের বুঝতে দিতে হবে যে তাদের মাথার উপর একজন গার্জিয়ান আছেন। এতে ওদের চরিত্রগঠন সুন্দর হবে।

কোন বিষয়ে ঠোকাঠুকি লাগলে conflict resolution-এর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে প্রথমতঃ নিজেদের মাঝে, না হলে পারিবারিকভাবে, সফল না হলে যোগ্য কোন family counselor-এর সাহায্য নিতে হবে। যে কোন মূল্যে সংসারটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে, শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

খৃষ্টানদের মাঝে একটা চমৎকার কথা চালু আছে যা অতি প্রশংসনীয় ঃ The family that prays together stays together. মুসলিম পরিবারেও এই একই নীতি চমৎকার ফলপ্রসূ হতে পারে। বাসায় স্বামী ইমাম হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত সলাত আদায় করা একটা অতি উৎকৃষ্ট পন্থা। শুক্রবার দিনে সম্ভব হলে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মসজিদে জুমার সলাতে যাওয়াও প্রশংসনীয় কাজ। এছাড়া রমজান মাসে সপরিবারে বিভিন্ন মসজিদে ইফতার করা ও তারাবী পড়া খুবই আনন্দের ব্যাপার। দুই ঈদে সপরিবারে সবচেয়ে বড় ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করা, ছুটির দিনে সবাই মিলে ইসলামিক ভিডিও দেখার অভ্যাস করাটাও staying together এর বিষয়ে সাহায্য করবে। এমন একটা পরিবার আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং তারা সুখে ও শান্তিতে বাস করবে, ইনশাআল্লাহ। আমীন। ---সম্পাদক

আমার সন্তানকে কিভাবে গাইড করবো?

১. আমি কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?
২. আমি কি চাই আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলো বেশী করে ঢুকুক?
৩. আমি কি চাই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেরই সফলতা?
৪. আমরা কি জানি ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা?
৫. আমার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো?
৬. কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো?
৭. আমরা কি সচেতন যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে নিজ সন্তানদের বুঝ দিতে পারবো না?
৮. আমরা কি জানি তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়?

সত্যিকার মানুষের সংজ্ঞা কী?

সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে, সন্তানকে মানুষ করার জন্যে আমরা সবাই চিন্তিত, সবাই ব্যস্ত। এখন আমাদের প্রশ্ন এই মানুষের সংজ্ঞা কি? আমার সন্তান ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, একজন ব্যাংকার বা ডাক্তার বা একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে আর এতেই সে মানুষ হয়ে গেল? আসলে মানুষের সঠিক সংজ্ঞা হলো আমার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন মুসলিম হবে, সে দুনিয়া এবং আখিরাত দুইদিকেই সফলতা অর্জন করবে।

তাহলে এবার আসুন কিভাবে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যায় তা নিয়ে অলোচনা করি। মা হচ্ছেন সন্তানদের বুনিয়াদী শিক্ষক, বাবার পাশাপাশি সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে আধুনিকতার নামে সন্তানকে আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, আর বলছি ঠিক থাকতে! আমরা নিজেও এই বয়সে এই পরিবেশে কী ঠিক থাকতে পারতাম? আমি খুব ভাল করেই জানি যে আমাদের দেশে আর আগের মতো পরিবেশ নাই, সকলেই কেমন যেন ওয়েষ্টার্ন আর ইন্ডিয়ান কালচার ফলো করছি, ক্যাবল কানেকশনের বদৌলতে ঘরে ঘরে চলে অনৈসলামিক কার্যক্রম। একটা সাধারণ ফর্মূলা আমরা জানি, আগুনের পাশে ঘি রেখে ঘি কে বলছি না গলতে, কিন্তু ঘি একসময় গলবেই।

একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া যাক। যেমন প্রচন্ড শীতে (-২০°/-৩০° সেন্টিগ্রেডে) আমরা যখন বাইরে যাই তখন সারা শরীর খুব ভালভাবে প্রটেক্শন দিয়ে যাই, সবই ঢাকা থাকে শুধু চোখ দুটো খোলা থাকে, কারণ ঠান্ডা এতো যে কোথাও একফোঁটা পানি থাকলেও তা বরফ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের চোখের পানি বরফ হচ্ছে না, এর কারণ আমাদের চোখের পানির মধ্যে লবণ দেয়া আছে, তাই এতো শীতেও তা বরফ হচ্ছে না। সেরকম আমার সন্তানের ভিতর এমন কোন উপাদান ঢুকিয়ে দিতে হবে যার কারণে এই প্রতিকুল পরিবেশে থেকেও সে নষ্ট হবে না, আর তা হলো মজবুত ঈমান এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। সন্তানের ঈমান মজবুত করতে আর তাকওয়া তৈরি করতে হলে আগে বাবা-মার ঈমান ও তাকওয়া ঠিক করতে হবে এবং বাসায় একটা সুন্দর ইসলামিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সুফল সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে।
(১) সদকায়ে জারিয়া
(২) এমন সৎ জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং তা মানুষের উপকারে লাগছে
(৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে। (সহীহ্ মুসলিম)

এবার আসুন আমাদের আলোচনা ৩নং পয়েন্ট নিয়ে। নেক সন্তান কিভাবে রেখে যাব? আমাদের অনেকেরই ধারণা যে সন্তানকে বিকেলে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে পাক্কা মুসুল্লি হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেললো। আসলে ধারণাটা ভুল, সাধারণত ওখানে তিলাওয়াত ছাড়া আর তেমন কিছুই শেখানো হয় না। আমার সন্তানকে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম বানানোর জন্য আমাকেই স্পেশাল প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে। শুধু টাকার পেছনে দৌড়ালে সব হারাবো, একসময় আফসোসের আর সীমা থাকবে না, তাই সময় থাকতে এখনই সচেতন হওয়া উচিত। আসুন চিন্তা করি,

- এ সন্তানের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী হবে?
- তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হবে?
- কোন ভাবাদর্শে আমি তাকে গড়ে তুলবো?
- কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা চেতনা গড়ে তুলবো?

Useful Tips for Teenage Parenting

We should:

- Watch our own mood & try to be role models.
- Listen to them on identity, modesty, humility, discipline, self-control.
- Give them sufficient space and freedom.
- Understanding their changing life and psychology.
- Empathise with them & be transparent.
- Apologies for our mistake & accept their apology.
- Involve them in creative activities.
- Sensitively talk on important e.g. sex.
- Encourage them, recongnise their worth & reward them to gradually take responsibility.
- Avoide being dawn into sibling arguments.
- Avoide passing on our stress & keep family arguments out of them.
- Discipline them according to their age, but avoid scolding them in front of their friends.
- Maintain a good relationship with their school.
- Build a sound and everlating relationship with them.

Regarding post-adolescence children, we should:

- Treat them according to their age.
- Involve them in decision-making at home.
- Be conssistent in our talk and behaviour.
- Apologise when we make mistakes.
- Be principled in our every day dealings.
- Negotiate and bargain with them when necessary.
- Give them space and necessary freedom.
- Encourage them to think and reflect.
- Inculcate the pride of being what they are.
- Make a habit to practise our faith.
- Socialise with good families.
- Creat good relations with neighbors.
- Arrange regular family sessions.
- Provide decent recreation.
- Enjoy their company.
- Create s spiritual environment around.

Teenage & Romance

- Attraction for opposite sex is embedded in our life. This germinates during puberty when boys & girls see the world in the prism of romance. In permissive society sexual indulgence with lust for opposite sex can occupy a teenager's life.
- Parents need to understand this. They should give extra quality time to their teenage boys & girls & become extra empathetic, vigilant and patient.
- Parents should be open with them, albeit within dignity & Islamic mannerism, and discuss sensitive issues of sex & relationship in the context marital and family responsibility.
- Fathers should discuss masculine issues with their sons & mothers with daughters on feminine, within Islamic ethics.
- Older siblings should be brought in to help their younger siblings on this.

Ref: amanaparenting.com

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com